জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় ছাঁয়া বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৩রা পৌষ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 19th Dec. 1951 | ৩০শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড আফস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা পৌষ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

কংগ্রেসী প্রতিভা ও অবজ্ঞাত প্রতিভা

—•—

পণ্ডিত জহরলাল একাধারে ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী ও ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। ষড়-ভুজ মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনের সময় ভক্তবৃন্দ বলে—

"রামরূপে ধনুক ধরেন কৃষ্ণরূপে বাঁশী
চৈতন্যরূপে ডোর কৌপীন প্রভু নবীন
সন্ন্যাসী।"

জহরলালজী ষড়ভুজ নহেন। দ্বিভুজ হইয়াই চতুর্ভুজের কাজ করিতেছেন। তাঁহার ভক্তগণ বলিতে পারে—

"প্রভুজী প্রধান মন্ত্রী ভারত শাসনে,
সভাপতি ভারতের কংগ্রেস আসনে।"

মন্ত্রিত্বের গদীতে বেতন পান, আর কংগ্রেসের সভাপতিত্ব অবৈতনিক। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোট সংগ্রহ জন্য সারা ভারতে তাঁহার একদলীয় শাসন কায়েম রাখিবার জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়াই-তেছেন। তিনি বক্তৃতায় স্বীকার করিতেছেন যে "কংগ্রেসে দোষ ত্রুটি আছে সত্য, কিন্তু তবুও কংগ্রেস ছাড়া আর লোক কোথায়?" কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থীদলগুলির ঐক্যবদ্ধতা প্রহসনে পরিণত হওয়ার পর হইতেই তিনি এই কথাটার উপর বেশী জোর দিতেছেন। এই কথা খুব যুক্তি-সঙ্গত নহে সত্যও নহে। তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে দেশে কংগ্রেসই একমাত্র শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেস যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে এ কথা বলিতে লজ্জা হওয়া উচিত কারণ—"স্বাধীনতা দান হিসাবে আসিতে পারে না, ইহা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হস্ত হইতে জোর পূর্ব্বক মোচড়াইয়া লইতে হয় (Indepen-dence can not come as a gift, it must be wrested from some unwilling hand). ইংরাজের সহিত আপোষে কংগ্রেসীদের হাতেই ক্ষমতা আসিয়াছে, তাহারা যে সুযোগ পাইয়াছে অন্যেরা তাহা পায় নাই। কেবল এই কারণেই জহরলালজীর মুখে কংগ্রেসী ছাড়া দেশে উপযুক্ত লোক নাই একথা ফাঁকা আওয়াজ এবং ইলেকসনী ধাপ্পা বই কিছুই নহে। আমরা তাঁর এই দম্ভপূর্ণ বাক্যের প্রতিবাদে কয়েকটী জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাই-তেছি। কংগ্রেসের আওতা ছাড়া উপযুক্ত লোক দেশে ছিল এবং আছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত ধরুন পাকিস্থান—পাকিস্থানের শাসনকার্য্য যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা কোনও দিন কংগ্রেসের ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। দেশ বিভাগ না হইলে এখনও গোলাম মহম্মদ, চুন্দ্রীগড়, আবদুর রব নিস্তার, নুরুল আমীনের নাম কেহ জানিত না। অর্থ মন্ত্রীরূপে জনাব গোলাম মহম্মদ যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা ভারতে নাই। পাকিস্থানের আর্থিক মেরুদণ্ড প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, গোলাম মহম্মদের কৃতিত্বে এই চারি বৎসরে যে উন্নতি হইয়াছে, ভারতে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের কোন অর্থ মন্ত্রী সেরূপ যোগ্যতা দেখাইয়াছেন কি? ডি-ভ্যালুয়েসনে স্বাধীন ভারত চোক বুজিয়া কায়ার সনে ছায়ার মত ইংলণ্ডের অনুসরণ করিয়াছে, কিন্তু গোলাম মহম্মদ তাহা করেন নাই। পাকিস্থান ইহাতে লাভ করিয়াছে কি ক্ষতি করিয়াছে পণ্ডিতজীই তাহা ভাল জানেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মত পাকিস্থানের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী কংগ্রেসের ছায়ায় আসিয়া জেলেও যান নাই, স্বীয় জীবনী লিখিবার অবসরও পান নাই, শাসনকার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতাও ছিল না, তবু পণ্ডিতজীর ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্টে যে বাজেট তৈরী করিয়াছিলেন তাহাতে কংগ্রেসীরা অবাক হইয়াছিলেন। নেহেরুজী তখনও লিয়াকতের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীরূপে লিয়াকত আলী কূটনীতিজ্ঞতায় এবং দূরদর্শিতায় কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন কি? ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগ বিদেশের এম্বেসী-গুলিতে ফাঁকা জৌলুস দেখাইয়াই হা-অন্নের দেশে ছ্যাঁড়া কাঁথায় ঝালর লাগানর মত প্রেষ্টিজের বহর উঁচু করিয়া টাকার ছিনিমিনি খেলিয়াছে। কিন্তু লিয়াকত আলীর কূটনীতি আমেরিকা ও ইংলণ্ডকে পাকিস্থানের স্বপক্ষে টানিয়াছে। নাজিমুদ্দীন, ফিরোজ খাঁ নুন, জাফরউল্লা প্রভৃতি পাকিস্থানের রাজনীতিবিদ শাসকরা কোনও দিন কংগ্রেসের ছোঁয়াচ লাগান নাই, আজ যদি দেশ বিভাগ না হইত, তবে ইঁহারাও এই কংগ্রেসী শাসনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আসফ আলী প্রভৃতির উপরে উঠিতে পারিতেন না, এমন কি কংগ্রেস ত্যাগে অভ্যস্ত কিদোয়াই সাহেবের নীচে থাকিয়া তাঁহাদের ফ্যা ফ্যা করিতে হইত। প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী তাঁহার ডাইনে বাঁয়ে তাকাইলে দেখিতে পাইবেন—দু চার জন বাদ দিলে ভারতেও কংগ্রেসী অপেক্ষা অকংগ্রেসীরাই বেশী যোগ্যতা দেখাইয়াছে ও দেখাইতেছে। আম্বেদকর রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। বেনিগল নরসিং রাও ইউ-এন-ও তে অশেষ যোগ্যতা দেখাইয়াছেন। কংগ্রেসীদের মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ মন্ত্রী হওয়ার মত লোক পাওয়া যায় নাই বলিয়াই তো আজন্ম কংগ্রেস বিদ্বেষী সম্মুখম চেট্টিকে ডাকিতে হইয়া-ছিল। কংগ্রেসী প্রাদেশিক গবর্ণর শ্রীপ্রকাশ, আসফ আলী, জয়রাম দাস অপেক্ষা অকংগ্রেসী গবর্ণর চণ্ডুলাল ত্রিবেদী, মেনন প্রভৃতির যোগ্যতা অনেক বেশী ছাড়া কম নয়। কংগ্রেস শাসনের নামে দেশে যাহা চলিয়াছে তাহা অকংগ্রেসী সিভিলিয়ানদেরই শাসন। কংগ্রেসীরা যোগ্যতা চান না, চান, দলীয় শাসন ক্ষমতা আর তাঁদের হুঁয়ে হুঁ দেওয়া লোক। ইংরাজীতে যাকে বলে 'ইয়েস্-ম্যান'। বাহিরে অকংগ্রেসী যে সব যোগ্য লোক আছে কংগ্রেস তার খবরও রাখতে চান না। এ নেতৃত্বের অবসান ভিন্ন অবজ্ঞাত প্রতিভার স্থান নাই।

বাৎসে খুশি কিয়া

—•—

সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষে ভোট যোগাড় করিবার মতলবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও ভারতীয়

কংগ্রেস সভাপতি জহরলালজী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য খুদে কংগ্রেসী পর্য্যন্ত যত বক্তা দেশের নিরক্ষর কমবক্তাদের ভাঁওতা দিবার জন্য যে সব বচনামৃত বর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বক্তৃতার হিসাব নিকাশ করিলে বুঝিতে পারিবেন এঁদের কথার ষোল কড়াই কাণা। এঁরা বাৎসে খুশি করিয়া ভোট আদায় করিবার জন্য মতলব ফাঁদিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলালজীর বক্তৃতায় বাহবা বাহবা সকলেই করেন, কিন্তু কথায় কাজে মিল পাইয়াছেন কেহ? কালোবাজারীদের লাইট পোষ্টে ফাঁসি দেওয়া না হয় ছাড়িয়া দিন। দক্ষিণ কলিকাতার উপ-নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের লাঞ্ছনার পর ময়দানের মনুমেণ্টের নীচে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সম্মুখে পশ্চিম বাঙলায় 'ইণ্টেরিম ইলেকসন' (মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন) করিবার আশা দিয়াছিলেন। কাজের বেলায় কি কতদূর হইয়াছে? বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন এবং পরে অনেকবার বলিয়াছিলেন ব্যালট বাক্সে তাঁহাদের লোকপ্রিয়তা দেখাইয়া দিবে। আজ ব্যালট বাক্সের লোকপ্রিয়তার সুপারিশ বা ওকালতি করিতে এবং কলিকাতাবাসীগণকে ফাঁকা বাৎসে খুশি করিতে আসিতেছেন জহরলালজী।

একটী গল্প—

অনেক দিনের কথা এক নবাবী দরবারে জনৈকা বাইজীর নাচ গান হইতেছে। নবাব সাহেব বেশ মেজাজ সরিফ করিয়া গান শুনিতেছেন। বাইজী এক একটী গান গাহেন, আর নবাব সাহেব বলেন বহুত আচ্ছা! এ গাওনাকা ওয়াস্তে হাজার রূপেয়া বখশিশ হুকুম করেন। বাইজী মোট ১৪টী গানের ১৪০০০ চৌদ্দ হাজার টাকা পরদিন নবাব সাহেবের নিকট চাহিতে গেলে—

নবাব বলিলেন—বাইজী! গাওনা কোন্ চিজ হ্যায়?

বাইজী—জনাব মুকা বাৎ, সুরসে তালসে বোল-নেসে গাওনা হোতা হ্যায়।

নবাব—বাইজী! তোম্ হাম্‌কো মুকা বাৎ তালসে সুরসে শুনায়কে মেরা দিল খোশ কিয়া, হাম্ ভব্ হাজার রূপেয়া বক্‌শিশ তোম্‌কো শুনায়া তব্ তুম্‌হারী দিল্ খোশ নেই হুয়া?

বাইজী—বহুৎ খোশ হুয়া খোদাবন্দ।

নবাব—তোম্ হামকো বাৎসে খুশি কিয়া, হাম্ তোমকো বাৎসে খুশি কিয়া। লেনা দেনা ক্যা হ্যায়।

বক্তারা কমবক্তদের বাৎসেই খুশি করেন, লেনা দেনার আশা বৃথা।

সুতী নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের
ভোটারগণের প্রতি
নিবেদন

আমি স্বতন্ত্র-প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যপদপ্রার্থী। আমার প্রতীক-চিহ্ন **বাই-সাইকেল**। জন-সমর্থন আমার কাম্য।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরী, নিমতিতা

খোকাখুকুর অ আ

—:o:—

অকর্ম্মা অখণ্ডে অজ্ঞে অমাত্য করিবে?
আহ্লেদে গড়িতে শিব বাঁদর গড়িবে!
ইজ্জতের ভয় নাই যা' ইচ্ছা তা' কহে,
ঈশ্বর ঈদৃশ স্পর্দ্ধা কখন না সহে।
উঠিলে তর্কের কথা যা' তা' ব'লে থাকে,
ঊর্দ্ধে বসাইয়া মান দিতে হবে তাকে!
ঋষি-বিদ্যা-ঋদ্ধ-শাস্ত্র পণ্ড করা তরে,
ৠলিপ্ত সদা অপকর্ম্মে দেখে রাগ ধরে।
একদম একাকার করিবারে চায়,
ঐহিকের সুখ ছাড়া পরকাল নাই!
ওলট পালট করে শাস্ত্রের বিধানে,
ঔষধ বা মুষ্টিযোগ নাই কি নিদানে!

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৪৯৩ খাং ডিঃ সেবাইত রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং উমাচরণ দাস দিং দাবি ২২।/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মহাম্মদপুর ৪১ শতকের কাত ১৷৷৵৩ আঃ ১০৲ খং ২০

৪৯৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৩৲১ মৌজাদি ঐ ৯৬ শতকের কাত ১৷৵২ আঃ ১০৲ খং ৭

৪৯৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৬৷৵৬ মৌজাদি ঐ ৮০৩৭ শতকের কাত ১১৷২ আঃ ৬০৲ খং ৫২

৪৯৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১৷৶৬ মৌজাদি ঐ ৬৫ শতকের কাত ১৷৶০ আঃ ১০৲ খং ২২

৫৬৩ খাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দেং কালীপদ বাকুই দাবি ২১৷৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর ১২ শতকের কাত ২৷৵০ আঃ ১৩৲ খং ৫৭১

৫২২ খাং ডিঃ ঐ দেং বীণাপাণি দেবী দাবি ১৩৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খিদিরপুর ৩-৫ শতকের কাত ৪৷৶২ আঃ ৫৷৶০ খং ২৭১

৫০৬ খাং ডিঃ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং দেং তপেশ চন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ৬৯৷৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলড়ী ৫৭১ শতকের কাত ৮৸৵২ আঃ ৬০৲ খং ২২৮

৫১০ খাং ডিঃ ঐ দেং হারাধন মাহারা দাবি ২৭৸০ মৌজাদি ঐ ৩০ শতকের কাত ৸৵৯ আঃ ১৫৲ খং ২৪৮

৬৩৪ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং জোরাল মণ্ডল দিং দাবি ৭৮৲৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ১০৸২৵ জমির কাত ১৩৷৵৩ আঃ ৭৫৲ খং ১৮৯

৬৩৮ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল গোফুর বিশ্বাস দিং দাবি ৫৮৲৬ থানা ঐ মৌজে বিশ্বনাথপুর ১০৵০ বিঘার কাত ১২৷০ আঃ ৪০৲ খং ৫২২

৬৯০ খাং ডিঃ ঐ দেং খালেদ বিশ্বাস দিং দাবি ১৬৸৶৯ থানা ঐ মৌজে ঝামড়া ২৩ শতকের কাত ১৷৵৬ আঃ ১০৲ খং ৫২, ১৩৩

৬৯১ খাং ডিঃ ঐ দেং ইজ্জতন্নেসা বিবি দিং দাবি ২৬৷৯ থানা ঐ মৌজে ঝামড়া ও খানপুর ১০৯ শতকের কাত ২৷০ আঃ ১৫৲ খং ৬৭ ও ২০

৬৩৫ খাং ডিঃ ঐ দেং হারাধন দাস দিং দাবি ১৭৷৶০ থানা সুতী মৌজে বাহাদুরপুর ।১৸০ জমির কাত ১৶০ আঃ ১০৲

৬৩৬ খাং ডিঃ ঐ দেং লক্ষ্মণচন্দ্র রায় দিং দাবি ৩১৸৵৩ থানা ঐ মৌজে রমাকান্তপুর ৮৭ শতকের কাত ৪।/৬ আঃ ২০৲ খং ৪০

৫২৯ খাং ডিঃ শঙ্করপদ মুখোপাধ্যায় দেং ভগবতীপ্রসাদ মিশির দাবি ৪৫৸৬ থানা সুতী মৌজে চক বাহাদুরপুর ৫৭৬ শতকের কাত ১৩৷০ আঃ ৩৩৲ খং ৫৪

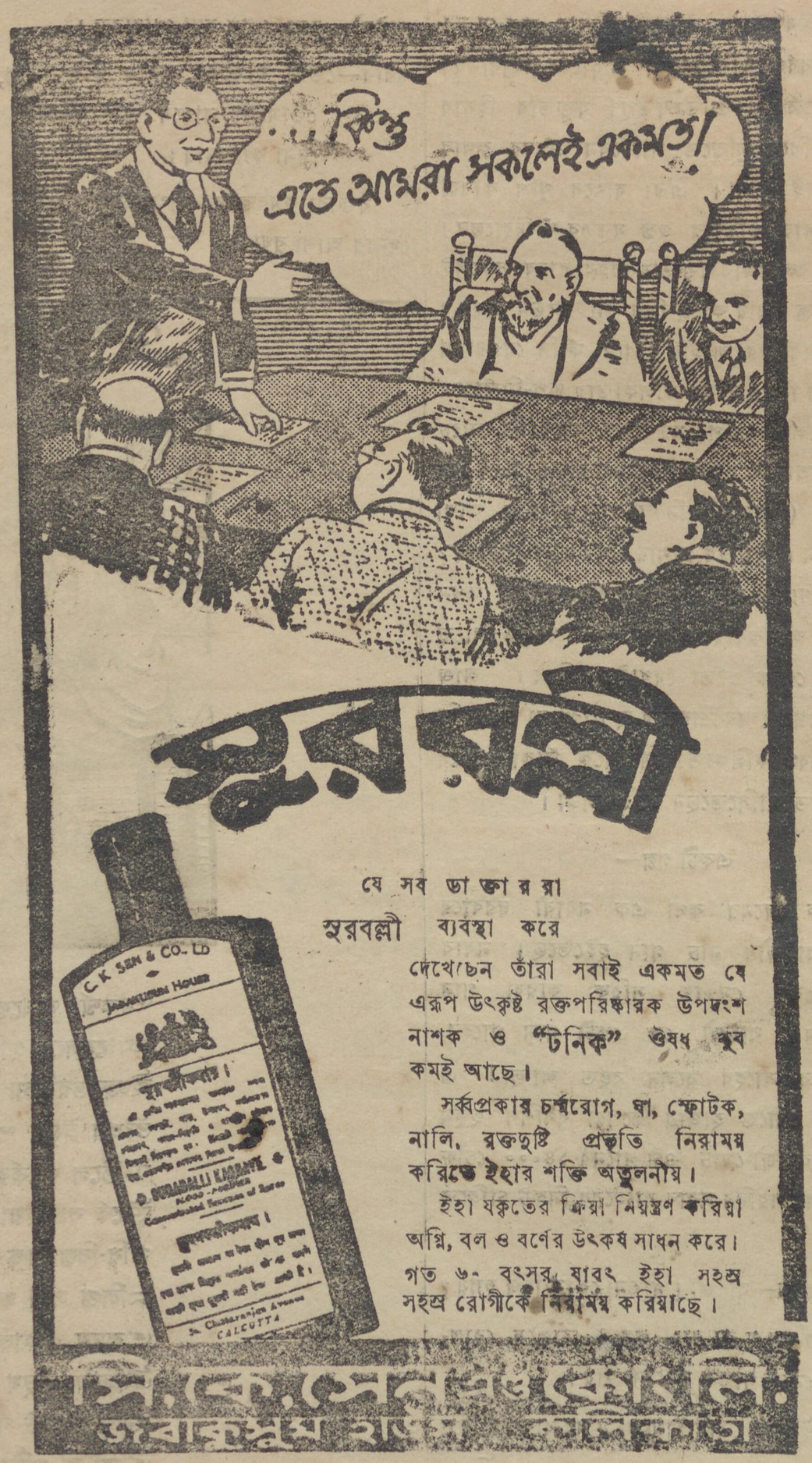

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত